ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

স-২৫৩৯

আগরতলা, ২৬ আগস্ট, ২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

“হাসপাতালে ফটক বন্ধ নিয়ে তীব্র বিতর্ক, বিধায়কের হস্তক্ষেপ দাবি,” এই শিরোনামে প্রতিবাদী কলম পত্রিকায় এবং “ওষুধের দোকান ও ল্যাবের সাথে একাংশ ডাক্তারের গোপন রফার অভিযোগ,” এই শিরোনামে স্যন্দন পত্রিকায় গত ২৪ আগস্ট, ২০২৫, প্রকাশিত সংবাদ দুটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে দপ্তরের পক্ষ থেকে স্পষ্টিকরণ দিয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সংবাদে প্রকাশিত তথ্য সঠিক নয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল -এর কোনও গেটই বন্ধ নেই। আসল কথা হল, বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের সামনে খুব কম পার্কিংয়ের জায়গা আছে এবং এটি মাঝে মাঝে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যখন বহির্বিভাগ বা ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের সামনে পাবলিক যানবাহন পার্কিং করা হয়। ফলে অ্যাম্বুলেন্স চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে এবং নিরাপত্তা কর্মীদের মধ্যে মতবিরোধ হয়। এছাড়াও, এখন মহকুমা হাসপাতালে দুটি অ্যাম্বুলেন্স, একটি বিটিসি ভ্যান, একটি ১০২ অ্যাম্বুলেন্স এবং একটি প্রোগ্রামের গাড়ি পার্ক করতে হয়। এই যানবাহনের পার্কিং এর জন্য হাসপাতালে সামনে আরো জায়গার প্রয়োজন। এছাড়াও কর্তব্যরত কর্মীদের যানবাহন পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যেহেতু একযোগে হাসপাতালের নির্মাণ কাজ চলছে, সে জন্য পার্কিংয়ের ক্ষেত্রে স্থানাভাব রয়েছে। গত মাসে হাসপাতাল কর্মীদের মাসিক সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে রোগীদের চলাচলে বাধা না দিয়ে বাকি জায়গাগুলিতে জরুরি এবং কর্মীদের গাড়ি, দুই চাকার গাড়ি ইত্যাদির সামনের জায়গায় অ্যাম্বুলেন্স রাখার ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও পূর্ত দপ্তরের পরামর্শক্রমে হাসপাতালের সীমানা প্রাচীরের ঠিক বাইরে একটি নির্ধারিত পাবলিক পার্কিং তৈরি করা হয়েছে। হাসপাতালে ১২ জন ব্যক্তি নিরাপত্তা কর্মী রয়েছে এবং একক শিফটে সর্বোচ্চ চারজনকে নিয়োগ করা যেতে পারে, যারা অন্তর্বিভাগ, বহির্বিভাগ, ইমার্জেন্সি এবং সামনের গেটে যেখানে জরুরি যানবাহন চলাচল করে। হাসপাতালের অন্য গেটটি অর্ধেক খোলা রাখা হয়েছে যাতে রোগীরা সহজেই চলাচল করতে পারে এবং গাড়ির প্রবেশের দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তারক্ষীদের পার্কিং ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। সকল বহির্বিভাগ খোলা দিনে এই গেটটি খোলা রাখা হয় এবং কখনও বন্ধ করা হয় না। সংবাদের ভিডিওতে এটি খোলার দেখানো হয়েছে। একজন অসাধু ওষুধ বিক্রেতা এবং ল্যাবরেটরির মালিক যারা ওপিডি থেকে বের হওয়ার সময় রোগীদের ডেকে আনার জন্য মধ্যস্থতাকারী পাঠাতেন, তারা বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের সমালোচনা করার জন্য এই অসত্য সংবাদ তৈরি করেছে। সংবাদটিতে হাসপাতালের চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে ওষুধের দোকান ও ল্যাবের সাথে একাংশ ডাক্তারের গোপন রফার অভিযোগ করা হয়েছে যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।